ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ

ড. মুহম্মদ আবদুর রহমান আল-আরিফী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ

ড. মুহম্মদ আবদুর রহমান আল-আরিফী

ভাষান্তর ও সম্পাদনায়
মুফতি মুস্তফা আল মাহমুদ
ফতোয়া ও উচ্চতর ইসলামি আইন গবেষণা
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
মুদাররিস : খাইরুল মাদারিস
কোনাবাড়ী, গাজিপুর।

জান্নাতুল ফেরদাউস
বি.এস. এস অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস)
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

দারুস সালাম বাংলাদেশ
কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক প্রকাশনা
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সাকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১৫-৮১৯৮৬৯
০১৯৭৫-৮১৯৮৬৯

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬-২৭৩০৩৫

বর্ণ বিন্যাস
এম. এন. কম্পিউটার ডিজাইন
৪৫, বাংলাবাজার, (৪র্থ তলা) ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৬-৬২৫৯২৩

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং

হাদিয়া : ৫০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে : আল-আকাবা প্রিন্টার্স

সূচি নির্দেশনা

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	৬
২। একজন সাহাবীর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ক্ষমা প্রার্থনা	৮
৩। উত্তম কাজ ও তওবা	১৬
৪। আল্লাহর অসীম দয়া	১৮
৫। হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করুন	২০
৬। আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করলাম	২৪
৭। সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করুন	২৯
৮। আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা	৩২
৯। জান্নাতের অন্বেষণ	৩৪
১০। তওবা পরবর্তী জীবন	৩৬
১১। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে সচেতনতা	৩৯
১২। পাপীদের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু	৪১
১৩। জান্নাত অথবা জাহান্নাম	৪৭
১৪। কবীরা গুনাহ্সমূহ	৪৯

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি পাপ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী ও সর্বাপেক্ষা কল্যাণকারী। তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং তার নিকটই চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি যখন কোন কিছু মনস্থ করেন শুধু বলেন, "হও!" আর তা হয়ে যায়। তার দয়ায় তিনি মূসা আলাইহিস সালাম ও তার উম্মতকে ফেরাউনের নির্মমতা হতে হেফাজত করেছিলেন, যিনি নূহ আলাইহিস সালাম-এর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর অপার দয়ায় তিনি ইউনুস আলাইহিস সালাম-কে তাঁর দু'আর বরকতে মুক্তি দিয়েছিলেন। সমস্ত অহমিকা একমাত্র তারই জন্য যিনি আইয়্যুব আলাইহিস সালাম-কে তার দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন ও ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে দীর্ঘদিন পর পুনরায় তার পিতার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ পৃথিবীতে যত সংখ্যক বান্দা আল্লাহ ও তার দিন-রাতের ঘূর্ণনকে স্মরণ করে তত পরিমাণ শান্তি ও রহমত আপনি তার (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর বর্ষণ করুন। এটি যে সকল বান্দার গুনাহ করার পর পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে, অনুশোচনা করে তওবা করেছে তাদের স্মৃতি ও অনুভূতি সম্বলিত একটি সংকলন। এতে প্রধান ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি যাদের যৌবন কাল ছিল চঞ্চলতা ও চপলতাপূর্ণ। যাদের প্রবল যৌন কামনা ছিল অভিভূত করার মত, এছাড়াও এটি কিছু যুবতী মহিলাদের ঘটনা সম্বলিত একটি বই যাদের যৌবন কাল গুনাহ পূর্ণ। এতে রয়েছে তাদের অতীত জীবনের কিছু স্মরণীয় ঘটনা, ঘটনাগুলো এ আশাতেই আলোচিত হয়েছে যে, যেন এ ঘটনাগুলো হতে অন্যরা কিছুটা হলেও উপকৃত হয়।

এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহর নিকট ফিরে গিয়েছে ও তাঁর নিকট হতে পুরস্কারের অপেক্ষায় রয়েছে। তারা একদা যৌবনের উত্তেজনায় বিভিন্নভাবে প্রলোভিত হয়েছে ও যৌবনের স্বাদ উপভোগ করেছে।

এভাবেই তারা তাদের দুর্বল ঈমান দায়িত্বের কারণে ও শয়তানের ধোঁকায় গুনাহের কর্দমে আটকে পড়েছিল। এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহর কালামে বিশ্বাস করত :

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ۔

অর্থ : "আমার বান্দাদেরকে বলে দাও যে, আমিতো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াশীল।" (সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৪৯)

এছাড়াও তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কালামে বিশ্বাস করতঃ

وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ۔

অর্থ : "এবং আমার শাস্তি উহা অতি মর্মন্তুদ শাস্তি!"[১]

এটা হচ্ছে সেই সমস্ত লোকেদের গল্প যাদের তওবা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে। আল্লাহর তাদেরকে প্রয়োজন নেই। তাদের আল্লাহকে প্রয়োজন। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের বলেছেন :

"হে আমার বান্দারা, তোমরা দিন-রাত গোনাহে লিপ্ত থাক, কিন্তু আমি সকল গুনাহ ক্ষমাকারী। তাই আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করবো।" [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৭৭]

রাসূল ﷺ তাদের বলেছেন : "সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা রাতের বেলা তার হাত প্রসারিত করে দেন," [সহীহ মুসলিম, ২৭৫৯] যেন তারা ভোর হতে গোধুলী পর্যন্ত যত গুনাহ করেছে তার জন্য তওবা করে।

---

[১] সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৫০।

একজন সাহাবীর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ক্ষমা প্রার্থনা

প্রথম গল্প হিসেবে এখানে রয়েছে একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ সাহাবী কা'ব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ঘটনা, যিনি তার যুবক বয়সের গুনাহ সম্পর্কে ও সেই সাথে তাবুক যুদ্ধে [৬৩০ খ্রিস্টাব্দ/ ৮ হিজরী] তার অনুপস্থিতির উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকজনদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে ও রওনা হওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। সেই সাথে সৈন্য বাহিনীর প্রস্তুতির জন্য কিছু তহবিল গঠন করলেন ইতিমধ্যেই ত্রিশ হাজার যোদ্ধা সেখানে উপস্থিত হল। এটা ছিল সেই সময় যখন লোকজন তাদের সত্যিকারের সাহস প্রদর্শন করেছিল।

তারা অনেক বড় সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলায় অনেক দূরে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত উত্তেজনার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেখানে এত সংখ্যক মুসলমান উপস্থিত হয়েছিল যে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করার মত ছিল না। দু'টি সহীহ সনদ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হতে পাওয়া যায় যে, কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সে সময় ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, সম্পদশালী, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র সমৃদ্ধ চঞ্চল যুবক। তিনি নিজে নিজেই বললেন, "আমি চোখের পলকেই প্রস্তুত হয়ে আসতে পারি।" এ বলে তিনি তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম চালাতে থাকলেন। লোকজন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দ্রুত প্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিলম্ব করতে থাকলেন।

তিনি নিজে নিজেই বলতে থাকলেন, "আমি কাল অথবা তার পরের দিনও সবকিছুর ব্যবস্থা করতে পারব। যাহোক এভাবে অনেক দিন অতিক্রম হয়ে গেল কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না, অবশেষে একদিন তিনি দেখলেন যে সৈন্যবাহিনীরা চলে গিয়েছে। তাই তিনি দ্রুত প্রস্তুত হয়ে তার ঘোড়ায় আরোহণ করে রওনা হওয়ার চিন্তা-ভাবনা করলেন কিন্তু তিনি একটু ইতস্ত বোধ করলেন এটা ভেবে যে তারা ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। অতঃপর যখন তিনি চূড়ান্তভাবে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তিনি অনুভব করলেন যে, তাদের নিকট পৌঁছার আর কোন উপায় নেই। তাই তিনি মদীনাতেই অবস্থান করলেন। তিনি বললেন : "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রস্থানের পর মদীনার রাস্তায় শুধু কিছু অক্ষম লোক ও

ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যতীত আর কাউকে দেখলাম না যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য অজুহাত প্রদর্শন করেছিল।"

*****

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিমধ্যেই ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাবুকে পৌছলেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর সাহাবাদের দিকে তাকালেন যারা আল-আকাবার। সন্ধিপত্রে আনুগত্য প্রদর্শন করছিল তিনি দেখলেন যে তাদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কা'ব ইবনে মালিক কি করছে?" একজন উত্তর করল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি গর্ব ও অহংকার করতে গিয়ে পিছনে পড়ে গিয়েছেন।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কিছু বললেন না।

*****

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ হতে মদীনায় ফিরে এলেন তখন আমি ভাবতে থাকলাম কিভাবে তার ক্রোধ এড়ানো যায় তাই আমি কিছু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাইলাম। তবে আমি জানতাম যে একমাত্র যেই জিনিসটি আমাকে তার ক্রোধ হতে বাঁচাতে পারে তা হচ্ছে সত্য কথা বলা।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌছে সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করলেন ও দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। তারপর লোকজনের কথা শুনার জন্য বসলেন। ৮০ জনেরও বেশী লোক এসে যুদ্ধে উপস্থিত না হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ও বিভিন্ন অজুহাত প্রদর্শন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অজুহাত মেনে নিলেন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের আন্তরিক অভিপ্রায় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করলেন।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটু পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন। তিনি বলেন, "যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে তাকে সালাম জানালাম তিনি একটু রাগান্বিত হাসি হাসলেন বললেন, 'এসো'! আমি তার সামনে বসলাম, তিনি জিজ্ঞেস কররেন, 'তুমি কেন পিছনে পড়লে?' আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমি যদি আপনার সাথে কথা না বলে অন্য কারো সাথে কথা বলতাম তবে হয়ত কোন অজুহাত দেখিয়ে তার রাগ, গোস্বা হতে পরিত্রাণ পেতাম কিন্তু আমি একজন স্পষ্টভাষী। আর যদি

আমি আপনাকে কোন মিথ্যা দোহাই দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করি তবে আমি জানি আল্লাহ্ তা'আলা এর বিপরীতে আপনাকে আমার প্রতি আরো রাগান্বিত করে তুলতে পারেন, তাই আমি আশা করি আপনাকে সত্য কথা বলার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্র কসম আমার কোন সমস্যা বা কারণ ছিল না।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "লোকটি সত্য কথা বলেছে।" অতঃপর আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "উঠ, আর আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা কর।"

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়ে মসজিদ ত্যাগ করলেন। বুঝতে পারছিলেন না আল্লাহ্ তাঁর ব্যাপারে কি করবেন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর এরূপ অবস্থা দেখে তার পিছু নিল ও তাকে বলতে লাগল, "আমরা আপনাকে ইতিপূর্বে কোন ভুল করতে দেখিনি। আপনি কি তাদের মত কোন সমস্যা দেখাতে পারলেন না? কেন আপনি এমন কোন সমস্যার কথা উল্লেখ করলেন না যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সন্তুষ্ট করত? এবং আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন ও আপনিও ক্ষমা পেয়ে যেতেন।"

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "তারা আমাকে পুনরায় গিয়ে মিথ্যা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাজী করাতে বলছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : "আরো এমন কেউ কি রয়েছে যারা একই পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছে? তারা বলল, "হ্যাঁ, দু'জন লোক যারাও আপনার মত একই কথা বলেছে এবং তাদেরকেও একই উত্তর দেয়া হয়েছে।"

আমি বললাম : "তারা কারা?"

তারা বলল : "মুরারাহ ইবনে আর রাবি' ও হিলাল ইবনে উমাইয়াহ।"

তারা দু'জন খুব ধার্মিক ব্যক্তি যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল, তাই আমি এতে কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম।

আমি বললাম : 'আমি এ ব্যাপারে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাব না এবং মিথ্যাও বলতে পারব না।"

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যথিত হৃদয় নিয়ে ফিরে গেলেন ও নিজের গৃহেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করলেন। অল্প সময় পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অন্য দু'জনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করলেন।

* * * * *
** ** ** ** **

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : "লোকজন আমাদের পরিত্যাগ করল, সেই সাথে আমাদের প্রতি তাদের আচরণেও পরিবর্তন এল। আমি বাজারে গেলে কেউ আমার সাথে কথা বলত না, যেন কেউ আমাকে চিনে না। সবকিছুই যেন পরিবর্তন হয়ে গেল, পৃথিবীটাকে অপরিচিত মনে হতে লাগল আমার অন্য দু' সাথীও বাড়ীতেই অবস্থান করল, রাত-দিন কান্না করতে থাকল এবং সন্ন্যাসীদের মত দু'আ করতে থাকল। আর আমি একজন সাহসী যুবক হিসেবে মুসলমানদের সাথে নামায পড়তে যেতাম, রাস্তায় ঘুরাঘুরি করতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দিতাম এবং আড়াল হতে তাঁর ঠোঁট নাড়ার জন্য অপেক্ষা করতাম। আমি তাঁর পাশে নামায পড়তাম। যখন আমি নামায শুরু করতাম তিনি আমার দিকে তাকাতেন আর যখন আমি তাঁর দিকে ফিরতাম তিনি অন্য দিকে ঘুরে যেতেন।"

এভাবেই অনেক দিন কেটে গেল। কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন তার গোত্রের মধ্যে একজন মহৎ লোক। তিনি ছিলেন খুব বাকপটু কবি এবং বাদশার নিকট খুব পরিচিত, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের নিকট তার কবিতা প্রবাহিত হত, তারাও তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল থাকত। আর এখন তিনি মদীনায় তার জনসাধারণের মধ্যেই রয়েছেন অথচ কেউ তার সাথে কথা বলতে চায় না, এমন কি তার দিকে তাকাতেও চায় না। এত কঠোরতা ও দুঃখ কষ্টের মাঝেও তাকে আরো একটি পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

লেভেন্টের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এক লোক তাকে খুঁজতে এল, আর লোকজনও কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে কথা বলতে প্রবল বেগে ধাবিত হল যে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে। সম্রাট গাসসান-এর পক্ষ হতে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট সংবাদ পাঠানো হল।

তার আলোচনা লেভেন্টে পৌঁছল এবং গাসসানের বাদশাও তাঁর বিষয়ে উদ্বিগ্ন হল। কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সংবাদ বা পত্রটি খুললেন ও পড়লেন, "হে কা'ব ইবনে মালিক, আমি বলতে চাচ্ছি যে তোমার সাথী (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে পরিত্যাগ করেছে ও তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমাদের নিকট এসো, আমরা তোমার কষ্ট বুঝবো। পত্রটি পাঠ করে তিনি বললেন,

"আমরা আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করবো। আমরা মুশরিকদের হাতের খেলনা হয়ে গিয়েছি!" এটা ছিল অন্য রকম মানসিক কষ্ট। তিনি পত্রটি পুড়িয়ে ফেললেন ও বাদশার লোভনীয় প্রস্তাবকে এভাবেই অবজ্ঞা করলেন।

মূলত বাদশার দরবার তার জন্য উন্মোচিত ছিল, তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অন্যদিকে মদীনা নগর যেন তার উপস্থিতি পছন্দ করছিল না ও তাকে ভ্রুকুটি করছিল। তিনি লোকজনদের সালাম প্রদান করলেও কেউ তার সালামের উত্তর দিচ্ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি মুশরিকদের ডাকে সাড়া দেননি, শয়তান তাকে বিপথে নিতে পারেনি বা তার গোলাম বানাতে পারেনি।

একমাস পরও কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অবস্থা একই রকম রইল। তার কষ্টের বোঝা দিন দিন যেন বাড়তেই থাকল। না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সিদ্ধান্ত নিলেন আর না কোন আসমানী ফায়সালা এল।

চল্লিশ দিন পরও লোকজন কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে এড়িয়ে চলল, যে পর্যন্ত না তাঁর নিকট পৃথিবীটাকে সংকীর্ণ মনে হতে লাগল সে পর্যন্ত যেন এসব চলতে থাকল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্ত্রীর নিকট হতে দূরে অবস্থান করার আদেশ দিয়ে সংবাদ পাঠালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তাকে তালাক প্রদান করবো।" "না, তবে নিজেকে তার হতে দূরে রাখ ও তাকে স্পর্শ করো না," তাকে বলা হল। অন্য দু'জনের জন্যও একই আদেশ জারি করা হল কিন্তু তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট সংবাদ প্রেরণা করলেন এ বলে যে তিনি যেন তাদের স্ত্রীদের তাদের সাথে অবস্থান করার অনুমতি দেন যেন তারা তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। কিন্তু কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম পালন করলেন, তিনি তার স্ত্রীকে তার পিতামাতার নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল : "ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হিলাল একজন বৃদ্ধ লোক তাই আপনি যদি আমাকে তার সেবা-যত্ন করার অনুমতি দিতেন। তিনি বললেন, "ঠিক আছে কিন্তু সে যেন তোমার নিকটবর্তী না হয়। সে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি খুব দুর্বল এবং তিনি তার এ দুঃখময় পরিস্থিতির শুরু হতেই কান্নাকাটি করছেন।"

******

যেই দিনগুলোতে লোকজন কা'ব -কে এড়িয়ে চলছিল সে দিনগুলো কা'ব -এর জন্য ছিল সত্যিই খুব কঠিনতম। তিনি মানুষের সাথে কথা বলতে চাইতেন কিন্তু কেউ তার প্রতিউত্তর করত না। তিনি রাসূল -কে সালাম দিতেন কিন্তু রাসূল এর কোন জওয়াব দেননি।

কা'ব বলেন : "একদিন আমার এত খারাপ লাগছিল যে, সেদিন আবূ কাতাদাহ অর্থাৎ আমার চাচাতো ভাই ও যে আমার খুব ভাল বন্ধু তার বাড়ীতে গেলাম ও তাকে সালাম জানালাম কিন্তু সে আমার সালামের জওয়াব দিল না। আমি তাকে জিজ্ঞেস কলাম : "আল্লাহর কসম, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল -কে ভালোবাসি?" সে চুপ রইল।

আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম : "আল্লাহর কসম তুমি কি জান যে আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল -কে ভালোবাসি?"

পুনরায় সে চুপ রইল।

আবারও আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : "আল্লাহর কসম, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল -কে ভালোবাসি? সে তখন উত্তর দিল, "আল্লাহ ভাল জানেন।"

কা'ব তার চাচাতো ভাই যাকে নাকি সে এত মুহাব্বত করে তার নিকট হতে এরূপ উত্তর শুনে সে খুব মর্মাহত হল। এ ধরনের কথা শুনা তার জন্য খুব কঠিন ছিল, তার চোখ কান্নায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে তার বাড়ী হতে নিজ গৃহে ফিরে এলেন।

তিনি তার বাড়ীতে খুব কষ্টের সাথে এখানে সেখানে সময় কাটাতে লাগলেন। তার সেবা করার জন্য সেখানে না ছিল তার স্ত্রী, সান্ত্বনা দেয়ার জন্য না ছিল কোন আত্মীয়-স্বজন। পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল যেদিন হতে রাসূল সকলকে তার সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন।

******

পঞ্চান্নতম রাতের শেষ তৃতীয়াংশে রাসূল -এর নিকট কা'ব -এর তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে ওহী নাযিল হয়। উম্মে সালামাহ (আল্লাহ তা'আলা তার ওপর সন্তুষ্ট হন) বললেন : "ইয়া রাসূলুল্লাহ , আমরা কি কা'ব -কে এ খুশির সংবাদ শুনাবো না, তিনি উত্তর

করলেন : "এতে করে লোকজন আনন্দে হৈ চৈ শুরু করে দেবে ফলে তোমরা কেউ ঘুমাতে পারবে না।" তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরের নামায আদায় করার পর কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর তওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করেন, আর এদিকে লোকজন তাদের শুভ সংবাদটি প্রদান করার জন্য ছুটতে থাকে।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : সেদিন আমি আমার বাড়ীর ছাদের চূড়ায় সকালের নামায আদায় করছিলাম। ঐ অবস্থায় বসে ছিলাম ও আল্লাহকে স্মরণ করছিলাম এই বলে যে, তিনি যেন পূর্বের মত পৃথিবীটা আমার জন্য প্রশস্ত করে দেন। আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমি মারা গেলে হয়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাযা নামাযও আদায় করবেন না, যেভাবে লোকজন আমার সাথে কথা বলছে না সেভাবে হয়ত কেউ আমার জানাযা নামাযও আদায় করবেন না। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি শুনতে পেলাম সা'ল পর্বতের চূড়া হতে এক লোক চিৎকার করছে, "হে কা'ব ইবনে মালিক, মারহাবা! আমি একথা শুনে নীচে নেমে এলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমার মুক্তির সংবাদ এসে গিয়েছে।"

"একজন লোক ঘোড়ায় চেপে আমার নিকট আসছে আর অন্য একজন পাহাড়ের চূড়া হতে আমাকে ডাকছে। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনার পূর্বেই আমি ঐ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেরেছিলাম। শুভ সংবাদটি শুনার পর পরই আমি আমার গায়ের পোশাক খুলে লোকটিকে দান করে দেই। আমি তাকে বললাম যে, এ পোশাক ব্যতীত আমার নেকট সেই মুহূর্তে আর কিছুই ছিল না। আমি পরিধান করার জন্য অন্য আরেকটি পোশাক ধার নিলাম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য ছুটে গেলাম। এক দল লোক আমাকে অভিনন্দন জানালো এই বলে যে, আমার তওবা কবুল হয়েছে।

আমি মসজিদে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন সালাম জানালাম এখন তার মুখখানি যেন চাঁদের মত জ্বলজ্বল করছিল। তিনি আমাকে বললেন, "মারহাবা কা'ব, আনন্দিত হও, তোমার জন্মের পর হতে আজ পর্যন্ত আজই তোমার সবচাইতে খুশীর দিন!"

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ শুভ সংবাদ কি আপনার পক্ষ হতে না আল্লাহর পক্ষ হতে?"

তিনি বললেন : না এটি আল্লাহর পক্ষ হতে! অতঃপর তিনি যে আয়াতটি নাযিল হয়েছিল তা পাঠ করলেন। আমি যখন তার সামনে বসে ছিলাম তখন বললাম : "আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আমার তওবা কবুল করেছেন তাই আমি আমার সকল সম্পত্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে দান করে দিতে চাই।"

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "যদি তুমি তোমার জন্য কিছু রেখে দাও তাহলে এটি আরো উত্তম হবে।"

আমি বললাম : "ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহর তা'আলা আমাকে মাফ করেছেন, তাই আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সত্য কথাই বলব।"

আল্লাহ তা'আলা কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অন্য দু' সাহাবীর তওবা কবুল করেছিলেন ও নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছিলেন :

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۱۷ وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ : "আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটকালে এমনকি যখন তাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করলেন, তিনি তো তাদের প্রতি পরম দয়াল এবং সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা তিনজনকে ক্ষমা করলেন, যতক্ষণ না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তা তাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়েছিল এবং তারা বুঝেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হলেন যাতে তারা তওবা করে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা পরায়ণ দয়ালু।[২]

---

[২] সূরা আত-তওবা, ৯ : ১১৭-১১৮।

উত্তম কাজ ও তওবা

আল্লাহ তা'আলার নিকট যারা খালেছ দিলে তওবা করে তিনি তাদের শুধু ক্ষমাই করে দেন না বরং তাদের পাপকে পুণ্যে পরিণত করে দেন।
আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝۶۸ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝۶۹ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۷۰ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا۔

অর্থ : "এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিত তাকে হত্যা করো না এবং ব্যভিচার করো না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়; তারা নয় যার তওবা করে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, ফলতঃ আল্লাহ পুণ্য দ্বারা ওদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।"[৩]

বুখারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হাকিম ইবনে হিজাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে বলেছিলেন :

ইসলাম কবুলের পূর্বেও আমি অনেক ভাল কাজ করতাম যেমন– দান-সদকা করা, দাসদের ..... করা ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। তাহলে আমি কি সেই সমস্ত কাজের জন্য পুরস্কৃত হবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[৩] সূরা আল-ফোরকান, ২৫ : ৬৮-৭১।

উত্তর করলেন, তুমি ঐ সকল পুণ্য কাজ সহই মুসলমান হয়েছো (অর্থাৎ ঐ সকল কাজেরও পুরস্কার পাবে)। (সহীহ্ বুখারী, ১৪৩৬)

আল্লাহু আকবার। সকল পাপ মাফ করে দেয়া হবে আবার পাপসমূহ পুণ্যে পরিণত হবে। এছাড়াও ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যত ভাল কাজ করেছে তাও অন্তর্ভুক্ত হবে। কতইনা মহান ধর্ম।

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদ্রষ্ট সর্বচেয়ে বড় দয়ালু কিন্তু তার ক্ষমা শুধু তাদের জন্যই যারা তার নিকট ফিরে আসে। এরা সেই সমস্ত লোক যারা কোন পাপ কাজ করে ফেললে আবার তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যদি তাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তবে তারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে। পাপ করা বড় বিষয় নয় বরং বড় বিষয় হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তি অনবরত পাপ করতে থাকে অথচ আল্লাহ্র নিকট তওবা করে না। আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি খুব দয়াশীল। তাঁর ক্রোধের চেয়ে তাঁর দয়া দ্রুত এবং তার শাস্তির চেয়ে তার ক্ষমা দ্রুত। আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দার প্রতি নিজের পিতামাতার চেয়েও বড় দয়াশীল।

আল্লাহ্‌র অসীম দয়া

দু'টি সহীহ সনদ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হতে পাওয়া যায় যে, হাওয়াজিনের যুদ্ধের পর রাসূল ﷺ তার সাথে করে কিছু সাবি (যুদ্ধ বন্দী, শিশু ও মহিলা) নিয়ে এসেছিলেন ও তাদের একটি স্থানে একত্রিত করে রেখেছিলেন। রাসূল ﷺ চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন যে একটি মহিলা তার শিশুকে চারপাশে অন্বেষণ করছে। সে পুরোপুরিভাবে যেন উন্মাদ হয়ে পড়েছে ও তার বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। সে সকল শিশুদের মাঝে তার বাচ্চাকে উন্মাদের মত খুঁজছে। সে বেপোরোয়াভাবে তার বাচ্চাকে তাদের মাঝে খুঁজছে ও কোন ক্রন্দনরত শিশুকে পেলে তার বুকের দুধ পান করাচ্ছে।

এরূপ একটি মুহূর্তে সে হঠাৎ তার বাচ্চাকে খুঁজে পেল। অতঃপর সে তার চোখের পানি মুছল চৈতন্য ফিরে পেল; তাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে নিল ও বুকের দুধ পান করালো।

রাসূল ﷺ তাঁর দিকে তাকিয়ে সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন "তোমরা কি মনে কর যে, এ মহিলাটি তার ছেলেকে আগুনে ফেলতে পারবে?" সাহাবারা আশ্চর্য হয়ে গেল এবং সবাই এক সাথে বলল, সে কখনই এ কাজটি করতে পারবে না। সে কি করে এমনটি করতে পারে যে নাকি তার প্রাণের চেয়েও তাকে বেশী ভালোবাসে, যে নাকি তাকে নিজের বুকের দুধ পান করাচ্ছে। আর প্রাকৃতিকভাবেই যেখানে একজন মা মমতাময়ী?"

তারা বলল : "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, সে কখনোই এরূপ করতে পারে না, যদিও সে এটা করতে সক্ষম।"

রাসূল ﷺ এমন বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি এর চেয়েও বেশী দয়াপ্রবণ যেরূপভাবে এ মহিলাটি তার বাচ্চার প্রতি দয়ালু।"

প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি আমাদের পিতা-মাতার চেয়েও বেশী মুহাব্বতকারী, বেশী দয়ালু। তাঁর দয়ার একটি বড় অংশ হচ্ছে এই যে, তিনি বান্দার জন্য তার ক্ষমার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত রেখেছেন যদিও বান্দা পাপ করে এমনকি তাকে বিশ্বাস না করে, তাকে অমান্য করে বা তাঁর বিরোধিতা করে চলে।

একজন দুর্বল ও বাঁকা কোমর বিশিষ্ট বৃদ্ধ লোকের কথা চিন্তা করুন। একদিন এমন একটি লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল যখন তিনি সাহাবাদের সাথে বসে ছিলেন। তিনি খুব কষ্ট করে হাঁটছিলেন, তাঁর চোখের ভ্রুও পেকে গিয়েছিল এবং তিনি লাঠি ভর করে হাঁটছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কি এমন লোককে দেখেছেন যে নাকি সকল ধরনের গোনাহই করেছে? সে সকল ধরনের ছোট ও বড় গুনাহ করেছে? এত পাপ যে, যদি তার পাপসমূহ পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয় তবে তা সুন্দর করে বণ্টন করা যাবে এবং এ পাপ তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে যদি তওবা করে তাহলে তার তওবা কি কবুল হবে?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং অনুধাবন করতে পারলেন যে তিনি এক বৃদ্ধ লোক যিনি সময়ের পরিক্রমায় কঙ্কাল সার হয়ে গিয়েছেন এবং যার ইচ্ছা-আকাঙ্খার পরিপূর্ণতা তাকে সমস্যা ও দুর্দশাগ্রস্ত করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : "আপনি কি একজন মুসলমান?" তিনি বললেন : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "পুণ্য করুন ও পাপ থেকে বিরত থাকুন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সকল পাপসমূহকে পুণ্যে পরিণত করে দিবেন।"

তিনি বললেন : "আমার বিশ্বাসঘাতকতা ও সকল অবৈধ কাজসমূহও?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন : "আল্লাহ সর্ব মহান!" এরপর তিনি প্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর পড়তে থাকলেন।

এ হাদীসটি তাবারানী ও বায্যার কর্তৃক বর্ণিত। মুনযির বলেন যে, এ হাদীসের রাবীর ধারা খুব শক্ত।

হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন

তওবাকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা এলে ইবনে কাতামাহ উল্লেখ করেন যে, মূসা আলাইহিস সালাম-এর যামানায় ইসরাঈলের অধিবাসীরা একবার খরার মুখোমুখি হয়েছিল। লোকজন তার নিকট এসে বলল :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহকে বলুন তিনি যেন বৃষ্টি বর্ষণ করেন।"

তাই তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে মরুভূমিতে গেলেন। সেখানে ৭০ হাজারেরও বেশী লোক ছিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন–

"হে আল্লাহ আমাদের নিকট বৃষ্টি বর্ষণ করুন ও আপনার দয়া ও করুণা ছড়িয়ে দিন। হে আল্লাহ, এ সকল জীব প্রাণী ও বৃদ্ধ লোকদের উছিলায় আমাদের প্রতি দয়া করুন।"

কিন্তু কোন বৃষ্টিপাত হল না বরং সূর্যের তাপ যেন আরো বেশি প্রখর হল। মূসা আলাইহিস সালাম অনবরত দু'আ করতে থাকলেন, "হে আল্লাহ আমাদের মাঝে বৃষ্টি বর্ষণ করুন।" আল্লাহ তা'আলা বললেন, "আমি কিভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারি যখন তোমাদের মাঝে আমার এমন একজন বান্দা উপস্থিত রয়েছে যে চল্লিশ বছর যাবত আমার অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করছে?"

মূসা আলাইহিস সালাম লোকজনদের ডেকে এ অবাধ্য লোকটিকে বের হয়ে যেতে বললেন।

তিনি ডাকলেন :

"হে অবাধ্য বান্দা যে চল্লিশ বছর যাবত আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আসছ, আমাদের মধ্য হতে চলে যাও কেননা তোমার কারণে আমাদের মাঝে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে না।"

লোকটি অপেক্ষা করল, ডান-বামে তাকাল এ আশায় যে, কেউ হয়ত সামনে এসে দাঁড়াবে কিন্তু না কেউ এলো না। তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকলো কেননা সে ঠিকই জানতো যে সেই ব্যক্তিটি সে ব্যতীত আর কেউ নয়। লোকটি জানতো যে, যদি সে তাদের মাঝে অবস্থান করে তবে সবাই খরার তাপে মারা পড়বে আর যদি সে এখান থেকে বেরিয়ে যায় তবে সে তার সকল পাপ কর্মের জন্য অপমানিত হবে।

সে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে যা সে এরপূর্বে কখনো করেনি এরূপভাবে হাত উঠালো ও চোখের পানিতে বুক ভিজিয়ে বলল,

"হে আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করুন! হে আল্লাহ আমার গুনাহসমূহ গোপন করুন! হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।"

মূসা আলাইহিস সালাম ও ইরাঈলের অধিবাসীরা সেই পাপী বান্দার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো যে, সে হয়ত সামনে এসে দাঁড়াবে বা বের হয়ে যাবে কিন্তু তা না হতেই সে আকাশে মেঘ জমালো ও বৃষ্টি বর্ষিত হল। মূসা আলাইহিস সালাম তার কথা শেষ না করতেই সাদা মেঘ জমা হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। প্রবল বেগে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকলে মূসা আলাইহিস সালাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন ও বললেন :

"হে আল্লাহ আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করলেন অথচ আপনার পাপী বান্দা এখনো এখান হতে বের হয়নি।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমি সেই পাপী বান্দার তওবার কারণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।"

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন : "হে আল্লাহ, আমাকে সেই সৌভাগ্যবান বান্দাকে দেখার তৌফিক দান করুন।"

আল্লাহ তা'আলা বললেন : "হে মূসা, সে যখন আমার অবাধ্য ছিল তখনই আমি তার গুনাহ গোপন রেখেছি তাহলে এখন সে তওবা করার পর কিভাবে আমি তাকে তোমার নিকট প্রকাশ করি?"

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেছিলেন, তিনিই সর্বপেক্ষা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٥٣ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝٥٤ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ

اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٥٥ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۝٥٦ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝٥٧ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٨ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٥٩ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۭ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝٦٠ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۡ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

অর্থ : “বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো– আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষম করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে– যাতে কাউকে বলতে না হয় ‘হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা কেউ যেন না বলে, “আল্লাহ্ আমাকে যদি পথ প্রদর্শন করও তবে আমি অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।’ অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, ‘আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।’ প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে; আর তুমিতো ছিলে কাফিরদের একজন। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? আল্লাহ

মুত্তাকীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্য সহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৪]

সহীহ্ তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে আদম সন্তানেরা, তোমরা যদি আমাকে ডাক স্মরণ কর তবে আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব এতে তোমরা যত বড় গুনাহই কর না কেন আমি কিছু মনে করবো না। হে আদম সন্তান যদি তোমাদের পাপসমূহ আকাশের মেঘ পর্যন্তও পৌছে যায় অতঃপর তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব। হে আদাম সন্তান, যদি তোমরা অত পরিমাণ পাপ কর যে তা পৃথিবী সম পরিমাণও হয়ে যায় কিন্তু আমার সাথে কাউকে শরীক করো না, অতঃপর আমার নিকট ক্ষমা চাও তবে আমি তোমাদের ক্ষমা করবো।" [তিরমিযী শরীফ, ৩৫৪০]

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাউকে ক্ষমা করে যদিও তার পাপ পৃথিবী সম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার আরেকটি নিদর্শন হল তিনি তাঁর বান্দাকে তাঁর অবাধ্য হয়ে চলতে দেখেন কিন্তু তবু তিনি তাকে দ্রুত শাস্তি দেন না। বরং তিনি তাকে দুর্যোগ, রোগ-বালা-মসীবত দেন যেন সে তাঁর নিকট ফিরে আসে, এসব কিছু দূর করার জন্য হলেও তাঁর নিকট মিনতি করে। বান্দা আল্লাহকে যত বেশী ভয় করে ততবেশী সে আল্লাহর দয়া লাভ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা অতঃপর বান্দার দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে সে রাসূল ﷺ বলেছেন :

"তোমার প্রতিকূলতায় আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সফলতায় তোমাকে স্মরণ করবেন।"

[মুসনাদে আহমদ, ১/৩০৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৩/৬২৩/৬২৪]

---

৪ সূরা যুমার ৩৯. : ৫৩-৬১।

আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করলাম

আমি একজন যুবক ছেলের কথা ভুলতে পারি না যে ছিল আমার ভার্সিটি জীবনের পরিচিত। আমি জীবনে যত লোক দেখেছি তার মধ্যে সে একজন অতি উত্তম লোক। সে ছিল খুব সুন্দর স্বাস্থ্য বিশিষ্ট একজন যুবক ছেলে। গ্র্যাজুয়েট প্রাপ্তির পর আমাদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

একদিন সে আমাকে কল করে তার বাসায় বেড়াতে যেতে বলল। সে বলল, আমি তোমার নিকট যেতে পারবো না, কিন্তু কেন সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো না। সে শুধু দুঃখের সাথে বলল যে, একবার তুমি এখানে আসলেই কারণটি জানতে পারবে। অতঃপর সে আমাকে তার বাড়ী যাওয়ার দিক-নির্দেশনা জানালো।

যখন আমি তার বাড়ী পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়লাম তার ছোট ভাই এসে দরজা খুলল ও আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতরে গিয়ে আমি তাকে সাদা চাদরের ওপর শুয়ে থাকতে দেখলাম ও তাঁর পাশে খঞ্জের লাঠিও দেখতে পেলাম। এছাড়াও আরো কিছু চিকিৎসা সমন্ধীয় যন্ত্রপাতি ও একটি যন্ত্র যা তাকে হাঁটতে সাহায্য করে এরূপ কিছুও দেখতে পেলাম।

সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে ছিল। সে আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্য চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না। আমি তার মাথার নিকট বসলাম, আমার চোখের পানি সংবরণ করে বললাম : "আমাকে ক্ষমা করো, আমি তোমার অসুস্থতার বিষয়ে জানতাম না। তুমি কি ভার্সিটি হতে গ্র্যাজুয়েশন নাওনি? তুমি কি আমাকে বলোনি যে, তুমি একটি নতুন বাড়ী কিনতে যাচ্ছ ও বিবাহ করছো?"

সে বলল : 'হ্যাঁ, কিন্তু এমন কিছু ঘটে গেল যা আমি আশা করিনি। আমি অল্প কয়েক মাস পূর্বেই গ্র্যাজুয়েশন নিয়েছি ও একটি ভাল চাকরি পেয়েছিলাম। কিছু দিন যেতেই আমি আমার মাথায় খুব ব্যথা অনুভব করলাম যা প্রায় সময়ই দেখা দিত। যা আমার চোখের অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে সংঘটিত হয়েছিল। একদিন এটি এত তীব্র হল যে আমাকে হাসপাতালে যেতে হল। ডাক্তার আমাকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কিছু এক্সরে করার পরামর্শ দিলেন।

এক্সরের রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বললেন : "আল্লাহ ছাড়া আর ক্ষমতাবান কেউ না!" অতঃপর তিনি মোবাইলে কিছু কল করলেন ও সিনিয়র ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা সবাই মিলে রিপোর্টগুলো পুনরায় চেক করলেন। আমি তাদের কথা বুঝতে পারছিলাম না কেননা তারা ইংরেজীতে কথা বলছিল। এক ঘণ্টা কেটে গেল, আমিও খুব একটা শোচনীয় পরিস্থিতিতে পড়ে গেলাম। আমি নিজে নিজেই বলতে থাকলাম : এটি তেমন কোন বড় সমস্যা নয়, শুধু মাত্র দু'টি বড়ি ও কিছু চোখের ড্রপ, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের একজন আমার দিকে তাকিয়ে বলল : 'শুনন অন্যান্য ও এক্সরের রিপোর্ট বলছে সে আপনি ব্রেইন টিউমার-এ ভুগছেন। এটি খুব বড় হয়ে যাওয়ায় চোখের ধমনীতে প্রেসার দিচ্ছে। যদি এ প্রেসারটি বাড়তে থাকে তবে এটি চোখের ভিতরে রক্তপাত ঘটিয়ে চোখকে অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যাবে যা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।'

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম : "কি? কিভাবে? টিউমার, আমার এ রকম যুবক বয়সে? আল্লাহর নিকট আমি ক্যান্সার হতে পরিত্রাণ চাইলাম! আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ক্ষমতার মালিক নেই।"

তিনি বললেন "হ্যাঁ টিউমার, অবশ্যই অতি দ্রুত এর চিকিৎসা করতে হবে। আজ রাতে আপনাকে আরো কিছু প্রয়োজনীয় টেষ্ট করার জন্য বড় হাসপাতালে পাঠানো হবে। টিউমারটি অপসারণ করার জন্য কাল সকালে আপনার মাথার খুলি হাড় আলাদা করব ও তারপর এটিকে স্থানান্তর করবো।"

তিনি আমাকে সাইন করার জন্য কিছু ডকমেন্ট দিলেন কিন্তু আমি তা না করে চলে এলাম। আমি কান্না থামাতে পারছিলাম না। আমি ভাবছিলাম আমি কোথায় যাব। আমার কি বাড়ী যাওয়া উচিত, নাকি হাসপাতালে? ভালোভাবে চিন্তা করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি অন্য একটি হাসপাতালে যাব। সকল ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও এক্সরের রিপোর্ট দেখে ডাক্তার আমাকে একই কথা বললেন। তিনি আমাকে খুব দ্রুত অপারেশন করতে বললেন।

আমি খুব আঘাতপ্রাপ্ত হলাম ও আমার বাবাকে ফোন করলাম, তিনি ছিলেন সত্তর বছর বয়সের একজন বৃদ্ধ লোক। তিনি দ্রুত হাসপাতালে ছুটে

এলেন ও আমাকে এ অবস্থায় দেখে খুব মর্মাহত হলেন। আমি তাকে বললাম : বাবা আপনি জানেন আমি প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় ভুগতাম। মেটিডেকেল টেস্ট হতে পাওয়া গিয়েছে যে আমার মাথায় টিউমার দেখা দিয়েছে আর দ্রুত অপারেশন করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই।" আমার বাবা বললেন : "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ক্ষমতাবান নেই!" তিনি বসে পড়লেন ও বারবার বলতে থাকলেন : "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ক্ষমতাবান নেই!"

তিনি বললেন, "আমরা তোমাকে আমেরিকায় তোমার ভাইয়ের নিকট পাঠাবো। এরপর তিনি আমার ভাইয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে স্মৃতিচারণ করলেন, কিভাবে সেখানে তার চিকিৎসা করা হচ্ছে কিভাবে আমার বাবা তার জন্য দু'আ করছেন যেন তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেন।"

"আমি আমার বাবার দিকে তাকালাম। তাঁর গাল বেয়ে পানি পড়ছিল। আমার ভাই খালিদ দু' বছর পূর্বে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। আমার বড় ভাই ক্যান্সারে ভুগছে আর আমিও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়ে পড়লাম।"

"আমি আমেরিকায় গেলাম ও একটি পরিচিত হাসপাতালে ভর্তি হলাম, সেখানে তাঁরা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাকে অপারেশন থিয়েটারে পাঠালেন।"

"ডাক্তার আমাকে অজ্ঞান করার পর আমার মাথার খুলি অংশ আলাদা করে টিউমারটি অপারেশন করলেন।"

"প্রথম দু' ঘণ্টা সবকিছু ভালই চলতে থাকল। তারপর হঠাৎ আমার মাথার রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটল। ধমনীতে রক্ত প্রবাহ্ বন্ধ হল এবং আমি একটি চাপ অনুব করলাম। থিয়েটারে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল এবং ডাক্তারও অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি ভুল করে ফেললেন যার ফলে আমার বাম পার্শ্ব প্যারালাইসিস হয়ে গেল। অপারেশন শেষ হওয়ার পর তারা আমাকে অন্য রুমে নিয়ে গেল। অপারেশনের পর পাঁচ ঘণ্টা আমি অচেতন রইলাম এরপর আমার বাম পায়ে আমি খুব চাপ অনুভব করতে লাগলাম। তাই তাঁরা দ্রুত আমাকে আবার অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল, পায়ের চিকিৎসা করল ও আবার বাইরে নিয়ে এল।"

"আমি মাত্র চার ঘণ্টা স্থির ছিলাম এরপর আমার লাঞ্চে রক্তপাত শুরু হল। তারা আবার দ্রুত আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল, রক্তপাত বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রিটমেন্ট করল।"

"আমি এরপর ২৪ ঘণ্টা স্থির ছিলাম কিন্তু তারপর আমার শরীরের তাপমাত্রা ভয়ংকরভাবে বাড়তে থাকল। ডাক্তার খুব দ্রুত চেক করে দেখলেন যে আমার খুলির নিচে কিছু তাপ সৃষ্টি হয়েছে।"

"ডাক্তার অপারেশন থিয়েটারের স্টাফদের ডাকলেন, তারা আমাকে এমনভাবে নিয়ে যাচ্ছিল যেন আমি মারা গিয়েছি। আমি শুধু অসহায়ের মত তাদের দিকে তাকাতে পারছিলাম। আমি আকাশের দিকে তাকালাম ও কাঁদলাম। আমি আল্লাহর নিকট মিনতি করে বললাম, বস্তুত দুঃখ আমাকে হানা দিয়েছে, আর আপনি সকল দয়ালুর মাঝে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

"আমি আকাশপানে দৃষ্টি দিয়ে বললাম : 'হে আল্লাহ, এটি যদি আপনার শাস্তি হয় তাহলে আপনার দয়া ও ক্ষমা চাই। আর যদি এটি পরীক্ষা হয় তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন ও আমার পুরস্কার দ্বিগুণ করে দিন।' তারপর আমি মৃত্যুর কথা চিন্তা করলাম ও আমার কঠিনভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা অনুভব করলাম। আমি ভাবলাম : আগামীকাল আমি কবরে সমাধিস্থ হবো। হে মাবুদ, আমাকে রক্ষা করুন সেদিন যেদিন হাশরের মাঠে আমি আটকা পড়বো, যেদিন দুর্দশার অন্ত থাকবে না এবং সেদিন অনুতাপ করেও আর কোন লাভ হবে না। আমার জন্য খুব দুঃখ যখন আমার প্রভু আমার সকল বড় ও ছোট গুনাহর হিসাব নিবেন! সেদিন অবাধ্য বান্দাদের সকলের সামনে উপস্থান করা হবে, দুঃখ-দুর্দশার কোন সীমা থাকবে না, সব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি ঘটবে, মনে হবে এ সবি স্বপ্ন। তারপর আমি বাঁচার জন্য কাঁদলাম, আমি বাঁচতে চাইলাম– কিন্তু সেটা আনন্দ-ফূর্তি করার জন্য নয় বরং আমার ও আমার স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য।"

"হঠাৎ ডাক্তার এল, এসে বলল যে আমাকে পুরোপুরিভাবে অচেতন করা হবে। কয়েক ঘন্টা পর আমি অনুভব করলাম আমার মাথা অস্বাভাবিক রকম নরম হয়ে গিয়েছে। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম : 'আমার মাথার বাকী অংশ কোথায়? তিনি বললেন : আপনার মাথা পুরোপুরিভাবে

জীবানুমুক্ত করতে হবে, এজন্য আপনাকে আবার ছয় মাস পর এসে এটিকে প্রতিস্থাপন করতে হবে।”

“আমি এক মাস আমেরিকায় অবস্থান করলাম, তারপর রিয়াদ চলে এলাম। এখন আমি আমার মাথার খুলি প্রতিস্থাপন করার অপেক্ষায় রয়েছি। পূর্বে আমি আমার জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, মৃত্যুর কথা যেন ভুলে গিয়েছিলাম। আমি পুরোপুরিভাবে দুনিয়া মুখী হয়ে গিয়েছিলাম। আজ আমার মনে হচ্ছে আমি নতুন করে জন্ম নিয়েছি।”

আমার সেই ভার্সিটি লাইফের বন্ধু এখন প্যারালাইসিস হতে মুক্ত হয়েছে, ভালভাবে হাঁটতে পারে। আমি সাত মাস পর তার ওখানে গিয়েছিলাম ও তাকে খুব আনন্দ পূর্ণ পেয়েছি। সে আমাকে তার বিয়ের নিমন্ত্রণ করেছে। আজ সে নেক কাজের প্রতি খুব আগ্রহী, মানুষকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া এখন তাঁর একটি নেশা। সে মানুষকে দু'আ কালামের বই প্রদান করে এবং দুর্বল ও অসহায় লোকদের সাহায্য করে। এ থেকে বুঝা যায় যে, মাঝে মাঝে প্রতিকূলতা উন্নতির দিকে পৌছে দেয়।

সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় কর

যে সকল পাপী বান্দারা আল্লাহ্র নিকট তওবা করে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই পছন্দনীয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের খুব ভালোবাসেন। তিনি তাদের ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন যারা অবৈধভাবে চলে ও অন্যের ওপর অত্যাচার করে। এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, অনেক অবাধ্য লোকেদের দিন-রাত খুব সুখে কাটে। আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতরা তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন, নেক বান্দারা আল্লাহ্র নিকট তাদের বিরুদ্ধে আবেদন করে তাই জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পাপী বান্দাদেরও শুনার, দেখার ও বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন অথচ তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাপ কার্য করে। তুমি কি করতে যদি তুমি প্যারালাইসিস হতে, বা খুব অসুস্থ্ হতে অথবা না দেখতে পেতে বা না শুনতে পেতে?

একদিন আমি হাসপাতালে এক রোগীকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে বলা হল তিনি প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের। তিনি দেখতে খুব স্বাস্থ্যবান ও আনন্দপূর্ণ। যখন আমি তাঁর নিকট গেলাম আমি খুব মর্মাহত হলাম যে সে ছিল প্যারালাইসিের রোগী, সে শুধু তার মাথা ও তার ঘাড় নাড়াতে পারে। আমি যখন তার রুমে পৌছলাম তখন মোবাইলে তার কল হচ্ছিল সে আমাকে বলল : "হে শায়েখ প্লিজ আমাকে একটু ফোনটি দিন।" আমি তাকে ফোনটি দিলাম ও তার কানের কাছে ধরলাম। তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর তিনি আমাকে ফোনটি রেখে দিতে বললেন। অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : "আপনি কত দিন যাবত এভাবে ভুগছেন?" তিনি উত্তর করলেন : আমি বিশ বছর যাবত এভাবে বিছানায় বন্দী।"

আমার এক সাথী একদা আমাকে বলল যে, একদিন সে একটি হাসপাতালে গিয়েছিল তো সে একটি রুম হতে একটি লোকের আর্তনাদ শুনলো। আমার সাথী বলল, "আমি তার রুমে গিয়ে দেখলাম যে, সে পুরোপুরি প্যারালাইসের রোগী। সে তার শরীর নাড়াতে চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।"

আমি নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম : "কেন সে এভাবে চিৎকার করছে?"

সে বলল : "এ লোকটি পুরোপুরি প্যারলাইসড, তাই তাঁর অন্ত্র আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও খাওয়ার পর তার বদহজম হয় ও তার কোষ্ঠ কাঠিন্যের সমস্যা রয়েছে।"

আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, "তাকে ভারী খাবার দিবেন না তাকে মাংস ও ভাত দেয়া হতে বিরত রাখবেন।"

নার্স বলল : "আপনি কি জানেন আমরা তাকে কি ধরনের খাবার দেই? আমরা তাকে নাকের ভিতর দিয়ে নলের মাধ্যমে শুধু দুধ পান করাই।"

আমি নিজে নিজেই চিন্তা করলাম : "এ সকল ব্যাথা শুধু মাত্র দুধ পান করা দ্বারা সারবে!"

অন্য এক লোক আমাকে একদিন বলল যে, একদা সে একটি রোগীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে ছিল পুরোপুরিভাবে প্যারালাইড, সে তাঁর শরীরের কোন অংশই নাড়াতে পারত না। আমি তাঁর রুমে গিয়ে একটি কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর একটি কুরআন শরীফ দেখতে পেলাম। দু' পৃষ্ঠা পাড়ার পর সে বার বার একই পৃষ্ঠা পাঠ করছে কারণ সে পাতা উল্টাতে পারে না। তাঁকে সাহায্য করার মত সে কাউকে খুঁজে পাচ্ছিল না। আমি তাঁর সামনে দাঁড়ালে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল : আপনি কি দয়া করে পাতটি উল্টে দিতে পারবেন? আমি যখন তার জন্য পাতা উল্টে দিলাম সে খুবই খুশী হল। এরপর সে কুরআনের দিকে তাকিয়ে তেলাওয়াত করতে লাগল। আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম, এটা ভেবে আশ্চর্যন্বিত হয়ে যে কুরআনের প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখে আর আমাদের অবহেলা দেখে বিশেষ করে এটি তুলনা করতে গিয়ে সে তার তুলনায় আমরা কত সুস্বাস্থ্যবান।"

এ হল সেই সমস্ত লোকদের অবস্থা যারা বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা ও অসুস্থতায় ভুগছে। আপনার নিজের কি অবস্থা? আপনি কি সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করলেন কোন ব্যথা-বেদনা বা কোন কষ্ট ছাড়া তখন আপনি আল্লাহর রহমত ও দয়ার মধ্যে অবস্থান করছেন, এমনকি আপনি আল্লাহর ক্রোধ হতেই দূরে রয়েছেন। তাহলে আপনি কেন গুনাহ্ করছেন? আপনি কি আপনার প্রতি আল্লাহর তা'আলার দয়া ও রহমত অনুভব করতে পারছেন না? আপনি কি তার গণনাতীত অনুকূলতা উপভোগ করছেন না? আপনি কি তবে তাঁর প্রতি জবাবদিহি করতে ভীত নন? আপনি কি জানেন না যে, আপনাকে শীঘ্রই তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে?

তিনি জিজ্ঞেস করবেন : হে আমার বান্দা, আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দান করিনি? আমি কি তোমাকে অসীম নেয়ামতে ডুবিয়ে রাখিনি? আমি কি তোমাকে সুন্দর করে দেখার ও শুনার ক্ষমতা দেইনি?" বান্দা তখন বলবে : "অবশ্যই আপনি দিয়েছেন।" সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলবেন : "কেন তবে তুমি আমাকে অমান্য করেছো এবং আমার ক্রোধকে নিজের করে নিয়েছো? এরপর আপনার সকল গোপন গুনাহসমূহকে প্রকাশ করা হবে আপনার গুনাহসমূহ আপনার সামনে প্রদর্শন করা হবে। গুনাহ মূলত ধ্বংসকারী, তা কাউকে শুধু ভোগায়। দুঃখ-দুর্দাশায় পতিত করে ও অবশেষ ধ্বংসে পরিণত করে।

আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম যদি গুনাহ না করতেন তাহলে কি জান্নাত ত্যাগ করতে হত? নূহ আলাইহিস সালাম-এর উম্মত অবাধ্য না হলে এভাবে কি ডুবতে হত? আদ ও সামুদ সম্প্রদায় কি তাদের পাপের কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি? এবং লূত আলাইহিস সালাম-এর উম্মতের বাড়ী-ঘর তার অবাধ্যতার কারণেই কি তলিয়ে যায়নি? শুআইব আলাইহিস সালাম-এর উম্মতের শাস্তি কি আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনার কারণেই বৃদ্ধি করেননি? অবরাহাহ ও তার সৈন্যবাহিনীকে আল্লাহ তা'আলা কি তাদের গুনাহর কারণেই ধ্বংস করেননি? এবং ফেরাউনকে কি তার গুনাহর কারণেই ডুবিয়ে মারেননি? সর্বশক্তিমান, মহারাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ۔

অর্থ : "আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।"[৫]

---

[৫] সূরা আল-আনকাবূত, ২৯ : ৪০।

আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা

দুনিয়ার জীবনে যদি শাস্তি প্রাপ্ত হোন তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা আপনি গুনাহ করেছেন। শাস্তিটি হতে পারে আপনার রোগ্রাক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে, আপনার ব্যবসায় লোকসান হওয়ার মাধ্যমে আথবা কোন ভাবে আপনার রিযিক কমে যাওয়ার মাধ্যমে। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যদি আপনি অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হন অথবা যদি এমন হয় যে আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করছেন না; এবং আপনি বিভিন্ন পরীক্ষা ও যন্ত্রণার আক্রান্ত হয়েছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

أَوَ لَمْ يَسِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ۔

অর্থ : "তারা কি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখত তাদের পূর্বসুরিদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং আল্লাহ থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি।"[৬]

দ্রুত তোমার সকল পাপের জন্য তওবা কর,
এবং তোমার অতীত পাপের জন্য অনুশোচনা কর,
তুমি এখনও নৈতিক অবক্ষয়কে প্রশ্রয় দিচ্ছ,
বারবার লালসাগ্রস্ত হচ্ছ,
দিন-রাত তোমার যৌন কামনাকে সন্তুষ্ট করছো,
খারাপ ইচ্ছাকে অনেক দূর নিয়ে এসেছো,
এবং অনেক ওয়াদা ভঙ্গ করেছো যার জন্য তওবা করা উচিত,

[৬] সূরা গাফির, ৪০ : ২১।

এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহকে অমান্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছে,
সর্বদা একই রকম, কখনই সচেতন নও,
এখন তুমি দুঃখ ভোগ করার যোগ্য,
এবং অনুকূলতার জন্য চোখের পানি ফেল,
শোচনীয়ভাবে শেষ হওয়ার পূর্বেই,
তোমার রবের নিকট নিজেকে সমর্পণ কর,
তার নিকট তওবা কর এবং ক্ষমা চাও,
এবং পাপেজীর্ণ নিজেকে অমান্য কর,
এবং কঠোরভাবে তোমার কু-বাসনাগুলোকে ঘৃণা কর,
হায় দুঃখ তার জন্য, সে সীমা লঙ্ঘন করে,
এবং বীজন করে কু-বাসনার জ্বলন্ত অঙ্গার।

জান্নাতের অন্বেষণ

নেক বান্দাগণ ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা নেয় এবং পাপ কাজ হতে নিজেদের বিরত রাখে। জান্নাতকে তারা তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান মনে করে। শারীরিক যোগ্যতার দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করলে তারাও যেনা-ব্যাভিচারের মত গুনাহ্ করতে অক্ষম। আপনি কি মনে করেন যে তারা এসব করতে অক্ষম? আল্লাহ তা'আলা তাদের যা নিষেধ করেছে যেমন গান শোনা বা সুদ খেয়ে সম্পদের প্রাচুর্য গড়া এরূপ বিভিন্ন ধরনের বড় গুনাহ্ করতে তারও সক্ষম। তারাও এসব করতে পারে, তাহলে কি তাদেরকে এসব করা হতে বিরত রাখে? এর উত্তর হল তারা সেই অগ্নিকে ভয় করে যেখানে তাদেরকে প্রেরণ করা হবে বিচার দিবসে। এটি সেদিন যেদিন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ বৃদ্ধি পাবে। এ নেককার লোকেরা সেদিনকে ভয় পায় সেদিন সকল খারাপ প্রকাশ পাবে।

ইমাম আহ্মদ প্রচুর পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগী করতেন, তারমধ্যে অন্যতম একটি হল নামায। একদিন তার পুত্র আবদুল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : "বাবা, আমরা বিশ্রাম নিব কবে?" ইমাম আহমদ উত্তর করলেন : "জান্নাতে তোমার প্রথম পদক্ষেপ ফেলার পর।"

তোমার সাহস সঞ্চয় কর ও চোখ বন্ধ কর,
এক ঘণ্টা সময় ধৈর্য ধারণ কর,
এ জীবনে যা কিছু রয়েছে তা কিছুই নয়,
হে মানুষ, যে সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ঘৃণা কর,
তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে,
তোমার সাথীরা তোমাকে পাশে ফেলে চলে গিয়েছে,
আল্লাহ সেই সকল লোকদের তওবাকে অপছন্দ করেন,
যারা কুপথের প্রশ্রয় দান করে!
শুধুমাত্র যেই বিষয়টি কাউকে মুক্তি দিতে পারে
তাহল, দায়িত্বের সাথে তাঁর রবের

সামনে বিনয়াবনত হওয়া,
এ বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই সেদিন তোমার
নিকট স্পষ্ট হবে,
সেদিন তুমি তোমার রবের সামনে দাঁড়াবে
এবং সকল পর্দা উন্মোচিত হবে।

তওবাকারী ব্যক্তি যদি উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের স্বীকার হয় তবে অবশ্যই তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাকে সবকিছু শুধুমাত্র আল্লাহর রাহে সহ্য করতে হবে। একটি হাদীসে পাওয়া যায় যে, যে সকল লোকেরা সবচেয়ে বেশী পরীক্ষিত হয়েছে তারা হলেন নবী-রাসূলগণ, অতঃপর ঈমানদারগণ এবং তাদের যারা অনুসরণ করে থাকো। অন্য হাদীসে পাওয়া যায় যে, ঈমানদারগণ তাদের পাপ মোচন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরীক্ষিত হতে থাকেন।

তওবাকারীদের পাপী ব্যক্তিদের দ্বারা অভিভূত হওয়া উচিত নয়; অথবা যারা তাদের খেয়াল-খুশীমত জীবন পরিচালনা করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে তাদের দ্বারাও প্রতারিত হওয়া উচিত নয়।

আল্লাহপাক বলেন :

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ۔

অর্থ : "যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোভের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে, তারা তো শুধু অনুমানের অনুসারী। আর তারা শুধু মিথ্যাই বলে।"

তাওবা পরবর্তী জীবন

তওবা পরবর্তী জীবন হচ্ছে সেই জীবন যার জন্যই তুমি শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে তুমি এ জীবন উপভোগ করতে পার যদি তুমি মনে কর যে, তুমি আল্লাহর শত্রু কেননা তুমি গুনাহ করছো? কিভাবে তুমি গুনাহ কর যেখানে আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া তোমার শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গত নড়া-চড়া করতে পারে না, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তওবা করে সে ইসলামের একজন সৈনিক হিসেবে গণ্য হবে। সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদানকারী হবে এবং ইসলামই হবে তার প্রধান ধ্যান-ধারণা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবারা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাইয়্যাত গ্রহণ করলেন। যখন তারা এরূপ করলেন তাদের কাছে মনে হল তারা যেন ইসলামের সৈনিক। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে (বুখারী শরীফ হতে নেয়া), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থান কালে তাঁর সাহাবীদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের দাওয়াত প্রদান করার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি তার একজন সাহাবীকে নুমান উপত্যকায় পাঠালেন যা ছিল তায়েফের নিকটেই। যখন সেই সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেখানে পৌছলেন, তিনি দেখলেন যে কিছু বেদুইন যাদের শুধুমাত্র উট ও ভেড়া ব্যতীত আর কোন কিছু সম্পর্কেই ধারণা নেই।

তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু তারা প্রত্যাখান করল। এক বেদুইন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সংবাদ অর্জন করার জন্য মদীনায় গেলেন। লোকটি মদীনা পৌছার পূর্ব পর্যন্ত উট পরিচালন করল। সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকল : "আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কোথায়? "আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কোথায়?" এক লোক তাকে মসজিদের দিকে যেতে বলল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর কিছু সাহাবাদের নিয়ে বসে ছিলেন। সে সময় বেদুইন তার উট থেকে নেমে মসজিদের নিকট উটটিকে বাঁধলেন।

সে ডাকল : "তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কে?"

আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ।"

লোকটি বলল : "মুহাম্মাদ?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "হ্যাঁ"

বেদুইন বলল : "হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ।

আপনি কিছু মনে না করলে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম ।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঠিক আছে, করুন ।'

বেদুইন বলল : কে জান্নাত সৃষ্টি করেছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "আল্লাহ ।"

বেদুইন বলল : "পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "আল্লাহ্ ।"

বেদুইন বলল : "পর্বতমালা কে সৃষ্টি করেছে?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "আল্লাহ ।"

বেদুইন বলল : "আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে রাসূল হিসেবে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "হ্যাঁ ।"

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের পাঁচটি স্তম্ভের কথা একটি একটি করে উল্লেখ করলেন এবং বেদুইনও জিজ্ঞেস করতে থাকলেন : "আল্লাহ তা'আলাই কি যাকাত, রোযা ইত্যাদি করতে বলেছেন?" এভাবে সে স্তম্ভগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ পর্যন্ত উত্তর দিতে থাকলেন ।

অতঃপর বেদুইন বলল : আমি বনি সা'দ গোত্রের দামাম ইবনে সালাবাহ এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল ।"

উত্তরগুলো পাওয়ার পর বেদুইন চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল, চলে যাওয়ার সময় সে বলল : "সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি এসব কিছুতে না কিছু যোগ করব আর না কিছু বাদ দিব!"

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "যদি সে সত্যি বলে থাকে (যা সে বলছে) তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।"

বেদুইন তার উটে আরোহণ করে তার অধিবাসীদের নিকট চলে গেলেন। তারা তার চারপাশে জমায়েত হলে তিনি প্রথম যে কথা বলেছিলেন তা হল: তোমরা মিথ্যা দেব দেবীর পূজা কর!"

তারা বলল : "দামাম" চুপ কর, না হলে আমাদের দেবতা তোমাকে কুষ্ঠরোগ দান করবেন অথবা পাগল বানাবেন।"

সে বলল : দুঃখ তোমাদের জন্য! তারা না পারে কোন উপকার করতে আর না পারে কোন ক্ষতি করতে। আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল ﷺ-এর নিকট একটি কিতাব নাযিল করেছেন যেখানে তিনি তোমাদের এসব জিনিস হতে হেফাজত করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাদের তাই আদেশ করছি যা তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন এবং তাই নিষেধ করছি যা তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন।"

[সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩ এবং আসিরাহ আন-নবউয়া লি ইবনে-হিসান ৪/২২০, ২২১]

তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে লাগলেন এবং জাহান্নামের অগ্নিকে ভয় করতে বললেন।

ইসলামের বিস্তৃতিতে আমরা কি একই ধরনের উৎসাহ এখন খুঁজে পাই? ইসলামের অবদানে অর্থাৎ ইসলাম প্রচারে, ইসলামের সংস্কারে মূর্খদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দানে অথবা অবহেলিতদের অগ্রসর করতে বর্তমান মুসলমানদের কোন অবদান নেই।

কি আশ্চর্যকর যে ইসলাম পূর্ব যুগেও তারা কত সাহসী ছিল এবং একজন মুসলমান হিসেবে!

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে সচেতন

যে ব্যক্তি তার রবের অবাধ্য হয় সে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে এবং ছোট-বড় সকল পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে। যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর একজন ক্রীতদাস ছিল– যে তাঁর জন্য প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসত।

একদিন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কিছু খাবার খেলেন যা তাঁর ঐ ক্রীতদাস নিয়ে এসেছিল। ক্রীতদাস তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানেন এটি কি ছিল?"

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন : "এটি কি ছিল?"

দাস বলল : "জাহিলিয়াতের যুগে আমি একজন গণতকার ছিলাম, যা এমন কিছু ছিল যে আমি জানতাম না। কিন্তু আমি একজনের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি, যে আমাকে কিছু খাবার দিয়েছে যা এইমাত্র আপনি খেলেন।

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একথা শুনে তার আঙ্গুল মুখে ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বমি করে তার পেটের সবকিছু বের করে ফেললেন।

দাস তাকে বলল : আল্লাহ্ আপনার ওপর দয়া করুন, আপনি অল্প পরিমাণ কিছু (হারাম) খাবারের জন্য সব বের করে ফেললেন?"

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন : "এতে যদি আমার মৃত্যুও হতো তবু আমি তাই করতাম কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : হারাম খাবার দ্বারা গঠিত মাংস জাহান্নামের আগুনের জন্য খুব উপযুক্ত। তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম যে আমার দেহের কছিু অংশ এটা দ্বারা গঠিত হয়ে গিয়েছে ফলে জাহান্নামের অগ্নি আমাকে স্পর্শ করবে।"

একটি বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। আবূ নুআইম আল-ইসবিহানি হিলিয়াত আল-আউলিয়ার লেখক বর্ণনা করেন যে :

লেভেন্টের দেশসমূহে নিয়ত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দূত তাকে ভিস্তিতে করে তেল প্রেরণ করেন যেন তিনি মুসলিম কোষকে লাভবান করতে পারেন।

তিনি সেই ভিস্তি হতে জনসাধারণের বর্তনে তেল দিয়ে তা খালি করতেন। একটি বোতল শেষ হলে তিনি পরেরটি নিতে। তার ছোট ছেলে তাঁর সাথে অবস্থান করতেন এবং যখনি তাঁর বাবা খালি বোতল রেখে দিতেন তখন ছোট ছেলেটি তা তার মাথায় নিত। এটি চার, পাঁচ বার ঘটল। এভাবে সেই বোতল হতে কয়েক ফোটা করে তেল তাঁর চুলে লেগেছিল, ফলে তার চুল খুব চিকচিকে ও সুন্দর দেখাল।

"উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি তোমার চুলে তেল দিয়েছো?"

ছেলেটি বলল : হ্যাঁ।

উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন : কোথা থেকে?

ছেলেটি বলল : সেই ভিস্তি হতে কয়েক ফোটা পড়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন : আমার মনে হয় মুসলিম কোষ হতে নেয়া সেই তেলের কারণে তোমার চুল খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না, আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবেন।

এরপর তিনি ছেলেটির হাত ধরে তাকে নিয়ে নাপিতের নিকট গেলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মাত্র কয়েক ফোটা তেলের হিসেব দেয়ার জন্য ভয় পেয়ে গেলেন!"

পাপীদের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু

দুনিয়ার জীবনে যারা যৌন কামনাকেই প্রাধান্য দেয় তারা মূলত হতভাগা এবং তারা মৃত্যুর সময়ও কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ۔

অর্থ : "ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে : আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং কে দাবী করে যে আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় তাকে এবং ফেরশতরা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা। অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর ওপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।"[৭]

এক ডাক্তার একদিন আমাকে বললেন : "একদিন আমি এক হসপিটালের ICU রুমে গিয়ে ২৫ বছর বয়সের এক যুবককে দেখতে পেলাম যে এইডস রোগে আক্রান্ত এবং খুব মারাত্মক অবস্থায় রয়েছে। আমি তাঁর সাথে খুব ভদ্রভাবে কথা বললাম কিন্তু সে শুধু অস্পষ্টভাবে কিছু কথা

[৭] সূরা আল-আনআম, ৬ : ৯৩।

বলতে পারল। আমি তাঁর পরিবারের নিকট ফোন করলাম, তার মা এলে আমি তাকে তাঁর ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বললেন : "সে একটি মেয়ের সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভালই ছিল।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম : "সে কি নামায পড়ত?"

তিনি বললেন : "না, কিন্তু সে তওবা করত এবং জীবনের শেষ মুহূর্তে সে হজ্জ পালন করেছে।"

আমি ছেলেটির কাছাকাছি গেলাম এবং তাকে মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে খুব কষ্ট পেতে দেখলাম।

আমি তার কানের কাছে গিয়ে বললাম : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

"সে চৈতন্য পেল এবং আমার দিকে তাকালো। সে কাঁদতে শুরু করল ও তার চেহারা কালো হয়ে গেল। আমি বার বার বলতে থাকলাম। 'বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।'

সে গোঙরাতে থাকল এবং অস্পষ্টভাবে বলতে থাকল : "উহ্ উহ উহ্ কি যন্ত্রণা! আমাকে একটি ব্যাথার বড়ি দাও।" আমি আমার চোখের পানি লুকিয়ে বলতে থাকলাম বল, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

"সে তার ঠোঁট নাড়াতে লাগল, আমি খুব খুশী হলাম এটা ভেবে সে হয়ত এটি বলতে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে বলল : আমি এটি বলতে পারি না, আমি এটি বলতে পারি না, আমার সেই মেয়ে বন্ধুটিকে খুব প্রয়োজন। আমি পারি না! তার মা তার দিকে তাকিয়ে ছিল এবং কাঁদছিল কেননা তার হৃদস্পন্দন খুব বেড়ে যাচ্ছ।

"আমি আমার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না, আমিও কাঁদতে শুরু করলাম।"

আমি তার হাত ধরে পুনরায় চেষ্টা করলাম : আমি তোমাকে অনুরোধ করে বলছি বল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

সে বলল : 'আমি পারব না, পারব না'! তারপর সে খুব কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, তার হৃদস্পন্দন থেমে গেল এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার মুখ মণ্ডল কালো বির্বণ হয়ে গেল। তার মা নীচে পড়ে আর বুক

চাপড়াতে লাগলো। তিনি আর্তনাদ করতে শুরু করলেন কিন্তু তার আর্তনাদ ও দুঃখের কোন মূল্য আর নেই।

বস্তুত ছেলেটি তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হল; এবং তার এসব কামনা-বাসনা তাকে কোন উপকৃত করতে পারল না। সন্দেহাতীতভাবেই সে তার যৌবন, তার রুচিসম্মত পোশাক-আশাক এবং তার সুন্দর গাড়ী নিয়ে খুব গর্বিত ছিল। আজ সে শুধু মাত্র তার আমল নিয়ে কবরে শায়িত। তার সম্পত্তি বা অন্য সকল কিছু যা তার ছিল সেসব কিছুই তাকে উপকৃত করতে পারবে না।

এ যুবক ছেলেটির সাথে ষোল বছরের এক তরুণ যুবকের তুলনা করা যাক। এ যুবকটি মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং নামায আদায় করার জন্য অপেক্ষা করে। ইকামত হয়ে গেলে সে কুরআন শরীফটি বুক সেল্ফ- এ রেখে দেয়। তারপর যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় সে আনন্দের সাথে সিজদারত হয়। যে ডাক্তার তাকে চেক করেছিল সে আমাকে বলল : "ছেলেটিকে যখন আমাদের নিকট রেফার্ড করা হয় তখন সে মৃত্যুর দারপ্রান্তে অবস্থান করছিল। আমরা দেখলাম যে তার হৃদপিণ্ডে এমন চাপ সৃষ্টি হয়েছে যে, যদি এটি কোন উটের হত তবে তা ততক্ষণাৎ মারা যেত।"

আমি রুগ্ন ছেলেটির দিকে তাকালাম। আমরা তাকে সহযোগিতা করার জন্য ও পুনর্জীবন দান করার জন্য তার নিকট ছুটে গেলাম। একজন ডাক্তার তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তার চিকিৎসার জন্য কিছু মেডিসিন নিয়ে এলাম। আমি দেখলাম সে ডাক্তারের হাত ধরে আছে। ডাক্তার ছেলেটির মুখের নিকট তার কান রেখেছিল এবং যুবক ছেলেটি ফিসফিস করে কিছু বলছিল। আমি দেখছিলাম কি ঘটে। হঠাৎ ছেলেটি ডাক্তারের হাত ছেড়ে দিল। সে তার ডান হাতের দিকে তাকাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছিল অতঃপর সে খুব কষ্টের সাথে উচ্চারণ করল : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" তার হার্ট দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল অথচ সে বার বার এটি বলতে থাকল।

আমরা তাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল দ্রুত ও খুব শক্ত। ছেলেটি মারা যাওয়ার পর ডাক্তার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল

এবং আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। আমরা খুব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম : "ডাক্তার, আপনি কেন কাঁদছে? এটিই কি প্রথম বার যে আপনি কোন মৃত মানুষকে দেখলেন।" যাই হোক ডাক্তার কাঁদতে থাকলেন। যখন তিনি কান্না থামালেন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "যুবক ছেলেটি আপনাকে কি বলেছিল?"

সে বলেছিল : "ডাক্তার, আপনার সহকর্মী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে বলুন তিনি যেন আর বৃথা চেষ্টা না করেন। আমি অবশ্যই মারা যাব। আমি জান্নাতে আমার অবস্থান দেখতে পাচ্ছি।" আল্লাহ কত মহান!

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ۝٣٠ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۗ

অর্থ : "নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ হতে সাদর আপ্যায়ন।"[৮]

এই হল একজন মু'মিন ও একজন কুমিন বান্দার মধ্যে পার্থক্য। এ পার্থক্যের বাস্তবতা নিম্নোক্ত আয়াতেই বুঝা যায় :

---

[৮] সূরা হা-মীম, ৪১ : ৩০-৩২।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَّ حَدَآئِقَ غُلْبًا ۝٣٠ وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا ۝٣١ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ۝٣٢ فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝٣٤ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ۝٣٥ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ۝٣٦ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝٣٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝٣٨ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝٣٩ وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝٤٠ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ـ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

অর্থ : "সেদিন মানুষ তার ভাইয়ের নিকট হতে পলায়ন করবে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল সাহাস্য ও প্রফুল্ল। এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি দূসরিত। তাদেরকে কালিমাচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপীষ্ঠের দল।"[৯]

আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের জন্য জান্নাতকে চিরস্থায়ী বাসস্থান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এটিকে এমন সব নেয়ামত ছাড়া সজ্জিত করেছেন যা কেউ কখনো দেখেনি, যা কেউ কামনা-কল্পনা করেনি। মানুষ কিভাবে এ সম্পর্কে ভুলে থাকতে পারে?

আল্লাহর কসম, এটি এমন যা কেউ কখনো দেখেনি,
অথবা কোন মানব কর্ণ শুনেনি,
সম্পূর্ণ অসাধারণ ও অবোধগম্য,
যা সৃষ্টি করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা,
যার একটি ইট হবে স্বর্ণের এবং অন্যটি হবে রূপার,
জান্নাত দু'টো আলাদা ধাতু দ্বারা তৈরি,
রাজ প্রাসাদ যা মূল্যবান পাথর দ্বারা তৈরি,
অথবা সম্পূর্ণ রৌপ্য বা খাঁটি স্বর্ণ দ্বারা

[৯] সূরা আবাসা, ৮০ : ৩০-৪২।

মনি মুক্তা খচিত নুড়িপাথর,
উজ্জ্বল চকচকে ছড়ানো ছিটানো মণিমুক্তা,
এর মাটিতে থাকবে জাফরান ও কস্তুরীমৃগ,
আর এর বাসিন্দা হবে তারা যারা রাত জেগে ইবাদত করে,
দিনে রোযা রাখে এবং যারা বিনয়ী,
সেখানে বাগানে থাকবে তাঁবু,
সর্বদা যেখানে স্রোতস্বীনীর অবিরাম ধারা প্রবাহিত হয়,
সকল প্রশংসা তাঁর জন্য যিনি এ থেকে বন্যা সৃষ্টি করেন না,
এটি জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়,
এটি জান্নাতীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রবাহিত হবে
এর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে অঝরিত ধারায়
যা কখনো.হ্রাস পাবে না,
মধু, শরাবের প্রাঞ্জল ধারা প্রবাহিত হবে
এছাড়াও রবে দুধের নহর যার স্বাদ কখনো
তিক্ত হবে না!

জান্নাত অথবা জাহান্নাম

ইমাম মুসলিম হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন : জাহান্নামের একজন বাসিন্দা যে দুনিয়াতে খুব আরামদায়ক জীবন যাপন করেছে হাশরের ময়দানে তাকে একবারের জন্য আগুনে নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করা হবে : "হে আদম সন্তান দুনিয়াতে কি তুমি কখনো সুখ ভোগ করেছো?" সে বলবে, "আল্লাহর কসম, না আমার প্রভু।" (সহীহ মুসলিম) অথচ এ ব্যক্তি যে সারাজীবন আরামদায়ক জীবন যাপন করেছে অথচ শুধু একবার জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে সে তার জীবনের সব সুখ ভুলে গিয়েছে। যদি তাকে জাহান্নামের সবচেয়ে কঠিনতম স্থান নিক্ষেপ করা হয়, যদি তাকে সাপের কামড় খাওয়ানো হয়, যদি উত্তপ্ত পানি পান করানো হয় এবং ঝলসানো আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তবে তার বক্তব্য কি হবে?

এছাড়াও যদি সে সাহায্য চায় আর তাকে শুনানো হয় :

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ۔

অর্থ : "আল্লাহ বলবেন : তোমরা ধিকৃত অবস্থার এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।"[১০]

আল্লাহর নামে আমি আপনাদের নিকট প্রশ্ন করছি, দুনিয়াতে সে যা পাপ করেছে সে কি তা স্মরণ করবে, সে যেসব গান শুনেছে, সে মদ পান করেছে অথবা অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করেছে?

তাদেরকে বলা হবে,

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

অর্থ : "এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।"[১১]

---

[১০] সূরা আল-মু'মিনুন, ২৩ : ১০৮।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

অতঃপর দুনিয়াতে যে সবচেয়ে কষ্টময় জীবন যাপন করেছে এমন একজন লোককে একবার জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে : "হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনো কষ্ট ভোগ করেছো? অথবা তোমার জীবনে কি খুব দুঃখ ছিল?" সে বলবো : আল্লাহর কসম, না, হে আমার প্রভু, আমি কখনো দুঃখ ভোগ করিনি অথবা কষ্ট সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই!" (মুসলিম শরীফ : ২৮০৭)

কল্পনা করুন : মাত্র একবার এক মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করে সে তার জীবনের সব দুঃখ ভুলে গিয়েছিল। তাহলে সে কেমন অনুভব করবে যখন সে এর নদী উপভোগ করবে, হুরদের সাথে তার সবচেয়ে আনন্দ ঘন মুহূর্ত উপভোগ করবে, এর রাজপ্রাসাদে অস্থান করবে এবং নবী-রাসূলদের সাহচর্যে থাকবে? তার প্রভু তাকে বলবে : "হে জান্নাতবাসীরা, তোমরা যা পেয়েছো তাতে কি তোমরা সন্তুষ্ট?" সে তখন তার প্রভুর দিকে তাকাবে এবং তার আর কোন কষ্ট থাকবে না, কারণ সে তার সকল কামনা-বাসনা ভুলে ইবাদত করেছিল? না, তার সুখ হবে চিরস্থায়ী যেখানে তার যৌবন বিবর্ণ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔

অর্থ : "তারা সেখানে যা চাবে তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।"[১২]

বস্তুতঃ আল্লাহর নেয়ামতের শেষ নেই। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতের সর্ব নিম্নস্তরের বাসিন্দা তার জান্নাতের সবচেয়ে দূরবর্তী সীমা দু' হাজার বছর যাবত দেখতে থাকবে, এছাড়াও তার স্ত্রী ও দাসীদের দেখবে।

আমি আল্লাহর নিকট তওবা করি, তিনি যেন আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের তার মুখী করেন।

---

[১১] সূরা আত-তুর, ৫২ : ১৬।

[১২] সূরা কাফ, ৫০ : ৩৫।

কবীরাহ্ গোনাহ

শেষ করার পূর্বে আমি চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করছি যা তওবার সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন ধরনের গুনাহের কারণে তওবা করার প্রয়োজন হয়। তো সবচেয়ে বড় বড় গুনাহের মধ্যে প্রথম হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা– যেমন কোন বিপদ-আপদ দূর করার জন্য কারো শরণাপন্ন হওয়া কোন ওলী-আউলিয়া অথবা কোন মাজারে গিয়ে সেই ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ۝ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজো সম্পর্কে বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।"[১৩]

অন্য ধরনের শিরকী হচ্ছে তাবিজ-কবজ গায়ে লাগানো বা তা বাচ্চাদের গলায় ঝুলানো অথবা সেগুলো এ বিশ্বাস নিয়ে বাড়িতে বা গাড়ীতে রাখলে তা খারাপ কিছু হওয়া থেকে হেফাজত করবে। রাসূল ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি তাবিজ লাগায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রয়োজন পুরা করেন না।" (মুসনাদে আহমদ, ৪/১৫৬]

অন্য আরেক প্রকার শিরকী বা কুফরী হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম ধরে শপথ বা কসম যেমন কা'বা ঘরের নামে কোন ব্যক্তির সম্মানের

[১৩] সূরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ৫-৬।

খাতিরে, কোন ব্যক্তির জীবনের খাতিরে, নবী-রাসূলের মর্যাদার খাতিরে, ওলী আওলিয়া বা পিতা-মাতার নামে। এগুলো সবি নিষেধ। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করল সে শিরক করল।"

(সুনান আবূ দাউদ, ৩২৫১ এবং মুসনাদে আহমদ ২/৯৬)

দুর্ঘটনাবশত এসব কথা উচ্চারণ করে ফেললে এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যা বলা দরকার তা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এটি বুখারী শরীফে বর্ণিত। বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"যে ব্যক্তি লাত ও ওজ্জার (ইসলাম পূর্বে যুগে যেসব দেব-দেবীর পূজার করা হত) নামে কসম করে তাদের পুনরায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা উচিত।" (সহীহ-বুখারী, ৬৬৫০ এবং সহীহ মুসলিম, ১৬৪৭)

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি গণকের নিকট যার ও তার কথা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অবিশ্বাস করল।" (মুসনাদে আহমদ, ২/৪২৯)

এছাড়াও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষি বা গণকের নিকট গমন করে ও তাকে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ও তা বিশ্বাস করে তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন ইবাদত কবুল হবে না।" (মুসলিম, ২২৩০)

উদাহরণ স্বরূপ খবরের কাগজে স্টার চিহ্নের পাতা পাঠ করা জ্যোতিষিদের নিকট ফোন করে তাদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা। এগুলো সবই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

এছাড়াও অনেক উলামায়ে কেরামগণ নামায পরিত্যাগ করাকে বড় গুনাহ বলে অভিহিত করেন। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"একজন কাফের ও একজন মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য হল নামায।"

এ ব্যক্তি মুশরিক হিসেবে বিবেচিত হয় তাই তার সকল বিষয়ই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এমনকি সে আমাদের কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না এবং যদি বিবাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এটিকে চূড়ান্ত করতে হবে। যদি সে বিবাহের পর নামায পরিত্যাগ করে তাহলে সেই চুক্তি অবৈধ এবং সে তাঁর

স্ত্রীর নিকটবর্তী হতে পারবে না। এছাড়াও সে যদি কোন পশু জবেহ্ করে তবে তা খাওয়া যাবে না। তার মক্কায় প্রবেশের অনুমতি নেই। যদি তার কোন আত্মীয় মারা যায় তবে সে তার উত্তরাধিকারের কোন অংশীদার নয়।

যদি সে মারা যায় তবে তাকে গোসল করানো বা মুসলমানদের সাথে কবর দেয়া বা জানাযা নামায পড়ানো উচিত নয়। তাকে মুশরিকদের সাথেই পুনরস্থিত করা হবে। সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তার পরিবারের জন্যও আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি নেই কেননা সে একজন কাফের মুশরিক।

অন্য আরেকটি বড় গুনাহ্ হল যেনা-ব্যভিচার। সর্বশক্তি মান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَآءَ سَبِيْلًا ـ

অর্থ : "আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"[১৪]

বর্তমান যুগে হাজারো পাপের রাস্তা, পাপের দরজা খোলা রয়েছে। বর্তমানে তাবাররুজ (যে মহিলা তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়), অশ্লীল ম্যাগাজিন, নাটক সিনেমা এগুলো খুবই কমন বিষয়। হে আল্লাহ্, আমরা আপনার ক্ষমা, দয়া ও রহমত ভিক্ষা চাই আপনি আমাদের গুনাহসমূহ গোপন করুন। হে আল্লাহ্, আমাদের অন্তরকে পবিত্র করে দিন এবং আমাদের গোপন অঙ্গকে যেন অবৈধভাবে ব্যবহার না করি সে জন্য সহযোগিতা করুন। আপনি যা নিষেধ করেছেন তা ও আমাদের মধ্যে অনেক বড় বাধা সৃষ্টি করে দিন।

আরেকটি বড় গোনাহ্ হল অন্যের মাল অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা এবং সুদ খাওয়া। মহামহিয়ান, মহারাজাধিরাজ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"[১৫]

---

[১৪] সূরা বনী ইসরাইল, ১৭ : ৩২।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন যে সুদ গ্রহণ করে সে সুদ প্রদান করে, দু'জন সাক্ষী যারা প্রদান করে এবং যে ব্যক্তি তা লিখে ।" (মুসলিম শরীফ, ১৫৯৭]

হাকিম মুসতাদরাকে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"তেহাত্তর রকমের সুদ রয়েছে। সবচেয়ে ছোট বা সামান্য তম সুদ হচ্ছে যখন কেউ তার মায়ের সাথে ঘুমায়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সুদ হচ্ছে কোন মুসলমানের সম্মান নষ্ট করা ।" (মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২/৪৩)

সহীহ বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

""জেনে শুনে এক দিরহাম সুদ খাওয়া ৩৬ বার যেনা করার চেয়েও নিকৃষ্ট ।"(মুসনাদে আহমদ, ৫/২২৫)

তাই যদি সত্যিকারের মুসলিম হও তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদ হতে বিরত থাক।

অন্য আরেকটি বড় গোনাহ্ হচ্ছে মদ পান করা বা নেশা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে ব্যক্তি মদ পান করে তিনি তাকে খবল পান করাবেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহু খবল কি? তিনি বললেন : জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহান্নামীদের মল-মূত্র ।"

(সহীহ মুসলিম, ২০০২)

তাবারানী বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মদ্যপায়ী হিসেবে মৃত্যবরণ করবে সে আল্লাহর নিকট একজন মূর্তিপূজক হিসেবে দণ্ডায়মান হবে ।"

অন্য আরেকটি বড় গুনাহ হল গান শুনা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মাঝে কিছু লোক এমন হবে যারা এমনভাবে যেনা-ব্যভিচার করবে, সিলকের কাপড় পরিধান করবে, মদপান করবে ও গান, বাদ্য, বাজনা করবে যেন তা বৈধ ।"

[১৫] সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৭৮ ।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক থাকবে যারা মদকে অন্য নামে নামকরণ করে তা পান করবে এবং তাদের মাথার ওপর বাদ্য বাজনা বাজবে ও তাদের উপস্থিতিতে গায়কেরা গান গাইবে।

এছাড়াও গান-বাজনা এখন ছোট ছোট যন্ত্রপাতিতে হচ্ছে যেমন ঘড়ি, এলাম, খেলনা, পিসি এবং মোবাইল ফোন ইত্যাদি– আল্লাহ তা'আলা এ সকল কিছুর মোকাবেলা করার তৌফিক দান করুন।

মানুষ এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের গুনাহ করে থাকে, তাই মানুষকে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔

অর্থ : "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী।[১৬]

দ্বিতীয় বিষয় :

যখন কেউ তওবা করতে চায় ও পাপ বর্জন করতে চায় শয়তান তখন বলে : তোমার এ গুনাহ ছেড়ে দেয়ার কোন যুক্তিই নেই, তুমি এখনও ধূমপান কর অথবা নামাযে অবহেলা কর– তোমাকে প্রথমে এসব ঠিক করতে হবে। এটি একটি প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয় কারণ প্রত্যেক গুনাহ্র জন্যই তওবা রয়েছে। তাই কেউ যদি যেনা-ব্যভিচারের মত গুনাহ করেও তওবা করে তবু তার তওবা কবুল হবে যদিও সে অন্য গুনাহ করে থাকে।

[১৬] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১০।

কিন্তু তাকে সকল প্রকার গুনাহ্ ছেড়ে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার মানে এই নয় সে আপনার তওবা কবুল হয়নি বা আপনার পুনরায় পাপের পথে ফিরে যাওয়া উচিত। বরং আপনার পুনরায় তওবা করা উচিত।

রাসূল ﷺ বলেছেন :

"এমন কোন ব্যক্তি নেই যে পাপ করে তওবা করে আল্লাহ্র নিকট দু' রাক'আত নামায পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে অথচ আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না।"

অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন :

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ۔

অর্থ : "তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না।"[১৭]

তৃতীয় বিষয় :

তওবার শর্ত :

প্রথমতঃ দ্রুত গুনাহ্ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয়তঃ যা করেছো তার জন্য অনুশোচনা করা। তৃতীয়তঃ এমন প্রতিজ্ঞা করা যে আর কখনো সেই পাপ করবে না। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তির হক নষ্ট করেছে, সেই ব্যক্তির নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। পঞ্চমতঃ সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তওবা করা। সূর্য পশ্চিম দিক হতে যেদিন উদয় হবে তারপর হতে তওবা আর কবুল হবে না।

---

[১৭] সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৩৫।

সর্বশেষ বিষয় :

তওবা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা হল পাপের জায়গা পরিত্যাগ করা। অথবা এটিও সবচেয়ে ভাল হয় যদি তুমি সে সমস্ত লোকদের সঙ্গ পরি্যাগ করতে পার যারা পাপ কাজের দাওয়াত দেয়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে পাওয়া যায় যে, এক লোক ছিল যে ৯৯ জন নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছিল। সে তীব্র অনুশোচনা করল কিন্তু তার সন্দেহ হল আল্লাহ তা'আলা কি তার তওবা কবুল করবেন কেননা সে কত শিশুকে এতিম করেছে, কত স্ত্রীকে বিধবা করছে, কত বাড়ী-ঘর ধ্বংস করেছে।

তাই সে একজন পণ্ডিতের নিকট গিয়ে তার অতীত জীবনের সব ইতিহাস ব্যক্ত করল এবং বলল যে, সে এখন তওবা করে ভালো হয়ে যেতে চায়। তার সকল কিছু শুনে পণ্ডিত লোকটি বলল যে, "তুমি ক্ষমা পাবে না।" "তাহলে আমি তোমাকেও হত্যা করব", এই বলে সে তাকেও হত্যা করল।

অতঃপর সে অন্য আরেকজন যোগ্য লোকের নিকট গিয়ে বলল যে, সে একশ লোক হত্যা করেছে। সে ব্যক্তিটি ছিল প্রকৃতপক্ষেই জ্ঞানী লোক, সে বলল, "অবশ্যই তুমি ক্ষমা পাবে, এখনই তওবা কর। কিন্তু আমি তোমাকে মাত্র একটি উপদেশ দিচ্ছি : খারাপ লোকের সঙ্গ ত্যাগ কর এবং ভালো লোকের সাথে মিশবে কেননা কুসঙ্গ মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে।"

লোকটি অনুতাপ, অনুশোচনা করল ও খাঁটিভাবে তওবা করল এবং এমন ভাবে কান্নাকাটি করল যেন তার প্রভু তাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর খারাপ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করে সে একজন ভালো প্রতিবেশীর খোঁজ করতে লাগল।

চলার পথে সে মৃত্যুবরণ করল। আযাবের ও রহমতের উভয় ফেরেশতা এসে তার আত্মা নিয়ে যেতে চাইল। আযাবের ফেরেশতা বলল, একজন খারাপ লোক হিসেবে সে তাদের সাথে যাবে কিন্তু রহমতের ফেরেশতা বলল, "সে তওবা করেছে এবং এখন সে একজন ভালো লোক। সে এমন

জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে সৎ লোকদের বসবাস।" এভাবে বিরাট তর্ক শুরু হয়ে গেল। অতঃপর জীবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে তাদের এ সমস্যার সমাধান করার জন্য পাঠানো হল।

দু' পক্ষের কথা শুনে সে বলল, "জায়গাটি মাপ দাও। যদি তার মৃত্যুর স্থান ভালো লোকদের নিকটবর্তী হয় তবে সে রহমতের ফেরেশতার সাথে যাবে, আর যদি তা খারাপ লোকদের নিকটবর্তী হয় তবে সে আযাবের ফেরেশতার সাথে যাবে।"

তারা রাস্তা পরিমাপ করল। লোকটি যেহেতু মাত্র বের হয়েছিল তাই তার স্থান হতে খারাপ লোকের বাড়ীই কাছে ছিল কিন্তু সে যেহেতু খাঁটি মনে তওবা করেছিল তাই আল্লাহ তা'আলা তার দেহ যেখানে শায়িত ছিল সেই স্থানকে ভালো মানুষদের বাড়ীর কাছাকাছি এনে দিয়েছিলেন। এভাবে তওবাকারী বান্দাটিকে রহমতের ফেরেশতার নিকট হস্তান্তর করা হল।

রাসূল [illegible]-এর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন
কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বারো চান্দের ফজিলত	মুহাম্মাদ আহসান ফারুক

৬২.	আলোকিত না
৬৩.	আবু বকর সি
৬৪.	রাসূল সা.-এর
৬৫.	ইসলামে হালা
৬৬.	ছোটদের বিশ্ব
৬৭.	ছোটদের মুসা